'গুমের' দুই দিন পর ফিরেছে রবীন্দ্র ভাস্কর্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে রাজু ভাস্কর্যের পাশে গতকাল দুপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্যটি পুনঃস্থাপন করেছেন শিক্ষার্থীরা - আমাদের সময়

advertisement

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে রাজু ভাস্কর্যের পাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্যটি পুনঃস্থাপন করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার দুপুরে সেটি পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর্যটি এখন যে অবস্থায় বসানো হয়েছে, তা মূলত আগের ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ। ওই ভাস্কর্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল গীতাঞ্জলি, যা পেরেকের আঘাতে রক্তাক্ত। আর কবিগুরুর মুখে ছিল টেপ লাগানো, যেন কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না তাকে।

গত মঙ্গলবার বিকালে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ভাস্কর্যটি স্থাপন করেন চারুকলার একদল শিক্ষার্থী। দেশে মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাধা এবং সব ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এটি বসানো হয়। কিন্তু ভাস্কর্যটি রাখার এক দিন পর সেটি 'গুম' হয়ে যায়। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই সেটি সরিয়ে ফেলেছে। ভাস্কর্যের ভাঙা অংশ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পড়ে থাকতে দেখেন শিক্ষার্থীরা। তারা জানান, সেখান থেকে ভাস্কর্যের বাঁশের মূল কাঠামো ও ভাঙা মাথাটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরে কাঠামোটি এনে আগের জায়গায় বসানো হয়।

advertisement

রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যটি ঘিরে কোনো প্রতিবাদী লেখা ছিল না। ছিলেন শুধু কবিগুরু। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ভাস্কর্যটি রাখার পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। সাড়ে ১৯ ফুট উচ্চতার এই ভাস্কর্য নির্মাণ ও স্থাপনের নেতৃত্ব দেন চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি

advertisement 4

শিমুল কুম্ভকার। তিনি বলেন, 'প্রতিবাদের জন্য বিশ্বে কোথাও অনুমতি নেওয়ার নজির নেই। আমরা মতপ্রকাশের গুরুত্ব বোঝাতে এটি স্থাপন করেছি। তবে প্রশাসন ভাস্কর্যটি সরিয়ে দেয়। আমরা আবারও ভাস্কর্যটি স্থাপন করেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রব্বানী বলেন, শিক্ষার্থীরা অনুমতি না নিয়ে কাজটি করেছে। আশাকরি তারা নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেবে। শিক্ষার্থীরা না সরালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে কিনা এমন প্রশ্নে প্রক্টর বলেন, 'শিক্ষার্থীরা নিয়ম না মানলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো চুপ থাকবে না। এটা পক্ষপাতের বিষয় নয়। এটি কারও ওপর শক্তি খাটানোর বিষয়ও নয়। আশাকরি তারা নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেবে। তাদের নিশ্চয় কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এ বিষয়ে আমরা পরে ব্যবস্থা নেব।'